পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ মুসলিম উম্মাহ'র চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস

# তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাত

সহীহ হাদীসের মোড়কে তারাবীহ'র রাকাত কমানো কিসের সার্থে.....?


## গ্রন্থনায় : মুফতী গোলামুর রহমান

( দাওরা ও ইফতা - দারুল উলূম উলূম, দেওবন্দ )


তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা সহযোগিতায়

মুফতি আঃ শাকুর যশোরী,মাওলানা মাসূম বিল্লাহ

প্রফেসর ডঃ এম. এ. বাশার, কুয়েট ।


Islamic Dawah & Education Academy (iDEA)


## লেখকের কথা

হযরত মুগিরা বিন শু'বা রা. বলেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি: আমার প্রতি মিথ্যারোপ তোমাদের অন্য কারও প্রতি মিথ্যারোপের মত নয় । যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয় । (বুখারী-১২১৪)

এ হাদীসে রসূল স.-এর নামে মিথ্যারোপ করাকে জাহান্নামে ঠিকানা বানিয়ে নেয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । হাদীসের মূল জিনিস হলো শব্দের অন্তরালে লুকায়িত বিষয়বস্তু যা রসূল স.-এর মূল উদ্দেশ্য । এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম কোন এক পর্যায়ে গিয়ে হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের অনুমতি দিলেও অর্থ পরিবর্তনের অনুমতি দেননি কখনই । বরং রসূল স.-এর নামে ভিন্ন অর্থের সম্মন্ধ করাকেই তাঁরা মিথ্যারোপ বলে আখ্যা দিয়েছেন ।

অতএব, ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন যতটা গুরুতর তার চেয়ে বহুগুণ গুরুতর হলো হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করা । এ কারণে হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতে হলে خير القرون বা উত্তম যুগের আমলের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীসের ব্যাখ্যা করাতে হয় । অতএব, হাদীসের শব্দ থেকে ওই অর্থ গ্রহণ করাই নিরাপদ যা রসূল স.-এর সাথে থেকে সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন । সাহাবাদের সাথে থেকে তাবিঈগণ বুঝেছেন এবং তাবিঈদের সাথে থেকে তাবে তাবিঈগণ বুঝেছেন । কেননা কারও সংশ্রবে থেকে যা বুঝা যায়; দূরে থেকে শুধু শব্দ শুনে কোন দিনও তা বুঝা যায় না ।

তারাবীহ'র নামাযের রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে রসূল স.-এর সংশ্রবে থেকে সাহাবায়ে কিরাম যা দেখেছেন ও বুঝেছেন তার বাস্তবরূপের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের আমলী জিন্দেগীতে । অনুরূপ ঘটেছে তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনের জীবনেও । আবার خير القرون বা উত্তম যুগের আমলের ছাপ পড়েছে উম্মতে মুসলিমার অবশিষ্ট অংশের উপর । এ সবকিছু প্রমাণ করে যে, রসূল স.-এর তারাবীহ এবং সাহাবা-তাবেঈসহ সমগ্র উম্মতের তারাবীহ হলো ২০ রাকাত । উম্মতের সম্মিলিত স্রোতধারা থেকে বিচ্চুত কিছু মানুষ সহীহ হাদীসের দোহাই দিয়ে চিরচেনা আমলী পদ্ধতি থেকে মানুষকে ভিন্ন খাতে সরিয়ে নেয়ার ঘৃণিত চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ । নামায-রোজা ও ইবাদাত-বন্দেগীর পদ্ধতিসহ তাদের খপ্পর থেকে রক্ষা পায়নি তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যাও । তাই উম্মতে মুসলিমার খেদমতে এ বিষয়ে সঠিক প্রমাণ তুলে ধরতে এ সামান্য খেদমত পেশ করছি । আশা করি তারাবীহ'র রাকাত নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন বা পড়তে যাচ্ছেন এমন যে কারও জন্যই পুস্তিকাটি অনেক তথ্যবহুল এবং উত্তম পাথেয় হবে ।

প্রিয় পাঠকবৃন্দের খেদমতে দুআর আবেন রাখছি এবং কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে অবহিত করণের দাবী জানাচ্ছি ।

দুআ' প্রার্থণায়

মুফতী গোলামুর রহমান

## সূচিপত্র




Islamic Dawah & Education Academy
Website : www.ideabd.org
Youtube chanel : www.youtube.com/ideatv2014
Facebook page : www.facebook.com/2014idea
Email : islamicdawahandedu@gmail.com

(আইডিয়া পাবলিকেশন
যোগাযোগ–০১৯২০৯৬১৬৩৪
আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ)

# তারাবীহ’র নামায বিশ রাকাত

‘তারাবীহ’ শব্দটি আরবী শব্দ। এটা تَرْوِيْحَةٌ (তারবীহাতুন) এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বিশ্রাম নেয়া। তারাবীহ’র নামায অতি দীর্ঘ্য হওয়ায় প্রতি চার রাকাত পরপর খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আবার চার রাকাত পড়া হয়। এ হিসেবে ২০ রাকাত নামাযে পাঁচটি বিশ্রাম হয়। অনেকগুলো বিশ্রামের সমন্বয় ঘটায় এ নামাযকে তারাবীহ’র নামায বলা হয়।
আর শরীয়তের পরিভাষায় রমযান মাসের রাতের অতিরিক্ত নামাযকে তারাবীহ বলা হয়। এ কারণে তারাবীহ’র নামাযকে হাদীসের কিতাবে ‘কিয়ামু শাহরি রমাযান’ বা ‘রমযানের রাতের নামায’ নামে শিরোনাম দেয়া হয়ে থাকে। আর যে নামায সারা বছর রাতে পড়া হয়ে থাকে সেটাকে তাহাজ্জুদ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭৯) বা কিয়ামুল লাইল বলা হয়। (সূরা মুঝ্‌ঝাম্মিল-২)

## রসূল স.-এর তারাবীহ’র রাকাত :

রসূল স. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায সারা বছর পড়তেন। আর কিয়ামু শাহরি রমাযান বা তারাবীহ’র নামায রমযান মাসে পড়তেন। তবে সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল স. মাত্র তিন দিন তারাবীহ’র নামায জামাতে পড়েছেন। (তিরমিজী-৮০৪) রসূল স.-এর ব্যক্তিগত রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল-এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফ ১০৭৩ নম্বর হাদীসে (বিতিরসহ) ৭ রাকাত, ৯ রাকাত এবং ১১ রাকাত বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বুখারী শরীফ ১৮৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (বিতির ব্যতীত) ১২ রাকাত। এর সাথে এক রাকাত বিতির যোগ করা হলে ১৩ রাকাত, আর তিন রাকাত বিতির যুক্ত হলে মোট হয় ১৫ রাকাত। কিন্তু কিয়ামু শাহরি রমাযান অর্থাৎ তারাবিহ’র নামায যে তিন দিন তিনি জামাতে আদায় করেছেন ওই তিন দিনের রাকাত সংখ্যা কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এ কারণে রসূল স.-এর তারাবীহ’র নামাযের রাকাতের সঠিক সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুষ্কর। অনেকে রসূল স.-এর সারা বছর রাতে আদায়কৃত নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল- এর রাকাত সংখ্যা দিয়ে তারাবীহ’র রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছে। অথচ ইনসাফের দাবি অনুযায়ী তা দ্বারা তারাবীহ’র রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে দলীল দেয়া চলে না। কারণ ইতিপূর্বেই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, রসূল স.-এর রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল- এর রাকাতের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত এর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে তারাবীহ’র রাকাত হিসেবে চিহ্নিত করা কোনক্রমে যথার্থ হবে না। তবে একটি হাদীসে রসূল স.-এর তারাবীহ’র রাকাত সংখ্যার সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়; যদিও সনদের বিবেচনায় হাদীসটি জঈফ।

রসূল স.-এর তারাবীহ’র নামাযের রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন সহীহ হাদীস না থাকায় আমরা সর্বপ্রথম উক্ত গ্রহণযোগ্য জঈফ হাদীসটিই পেশ করছি।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

**হাদীস নং- ১।** অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূল স. রমযান মাসে ২০ রাকাত নামায পড়তেন এবং বিতির পড়তেন। (ইবনে আবি শায়বা-৭৭৭৬, তবারাণী কাবীর-১২১০২, তবারাণী আওসাত-৭৯৮, আত্ তামহীদ লি-ইবনে আব্দিল বার-৮/১১৫, আল ইসতিযকার-২২২নং হাদীসের আলোচনায় এবং আস্‌সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪২৮৬)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইবরাহীম বিন উসমান জঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটি জঈফ। ২০ রাকাত তারাবীহ অস্বীকারকারীদের অনেকে এ হাদীসটিকে জাল বলে থাকে। তাদের অভিযোগ: ইবরাহীম বিন উসমান মিথ্যাবাদী। সর্বপ্রথম এ বর্ণনাকারী প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী কি না সেদিকে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি।

তাঁর ব্যাপারে হাদীস বিশারদ ইমামগণের মন্তব্য নিম্নরূপ :

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, আবু হাতেম, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইবনে সাআদ এবং ইমাম দারাকুতনী রহ. তাঁকে জঈফ বলেছেন। ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, ضعيف لا يكتب حديثه روى عن الحكم أحاديث مناكير তিনি জঈফ; তাঁর হাদীস লেখা হবে না। তিনি হাকাম থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিজী এবং

ভিন্ন বর্ণনায় ইমাম আহমাদ তাঁকে منكرالحديث তাঁর হাদীস অস্বীকৃত বলেছেন। ইমাম নাসাঈ এবং আবু বিশ্‌র দূলাবী বলেন, متروك الحديث তাঁর হাদীস পরিত্যাক্ত। ইমাম বুখারী বলেন, سكتوا عنه মানুষ তাঁর থেকে নিরব রয়েছে। ইবরাহীম বিন ইয়াকুব বলেন, ساقط তিনি পতিত বর্ণনাকারী। অন্য বর্ণনায় ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, ليس بثقة তিনি বিশ্বস্ত নন। আবু আলী হুসাইন বিন আলী বলেন, ليس بالقوى তিনি দৃঢ় নন। আহওয়াছ বিন মুফাজ্জল বলেন, ممن حدث عنه شعبة من الضعفاء ইমাম শু'বা যে সকল জঈফ রাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি সে সকল জঈফদের একজন।

এ পর্যন্ত ইমামগণের যে মন্তব্য তাঁর ব্যাপারে পাওয়া গেছে তা সহনীয় পর্যায়ের জঈফ রাবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মন্তব্য। একজন মিথ্যাবাদীর যে মন্তব্য হয়ে থাকে তাতো দুরের কথা একজন অতি দুর্বল বর্ণনাকারীর ব্যাপারে যে সকল মন্তব্য করা হয়ে থাকে তাও এখানে নেই।

আবার অনেকে তাঁর বিষয়ে কিছু ভালো মন্তব্যও করেছেন। হযরত ইবনে আদী বলেন, له أحاديث صالحة و هو ضعيف على ما بينته ، و هو و إن نسبوه إلى الضعف خير من إبراهيم بن أبي حية . আমি বলেছি যে, তিনি জঈফ তবে তাঁর কিছু ভালো হাদীসও রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁকে জঈফ বললেও তিনি ইবরাহীম বিন আবি হাইয়াহ থেকে উত্তম। আর ইবরাহীম বিন আবি হাইয়ার ব্যাপারে হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, شيخ ثقة كبير তিনি অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত। (লিসানুল মিঝান, রাবী নং-১১৬)

সাথে সাথে ইবরাহীম বিন উসমান রহ. কাজী অর্থৎ ইসলামী রাষ্ট্রের একজন বিচারপতি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইমাম, বুখারী-মুসলিমের রাবী হযরত ইয়াযীদ বিন হারুন। তিনি বলেন, ما قضى على الناس رجل يعنى فى زمانه أعدل فى قضاء منه তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে বেশী ইনসাফের বিচার কেউ করেনি। সুতরাং ইয়াযীদ বিন হারুন যিনি ইবরাহীম বিন উসমান রহ.কে খুব কাছে থেকে দীর্ঘ্য দিন পর্যন্ত দেখেছেন; তাঁর মন্তব্য থেকে অন্তত এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, হাদীস বর্ণনায় জঈফ হলেও দ্বীনদারীর বিষয়ে তাঁর ত্রুটি ছিলো না। পাঠক! চিন্তা করে দেখুন এমন একজন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা যায়?

এর পরেও ২০ রাকাত তারাবীহ অস্বীকারকারী কিছু কট্টর মানুষ সকল ইমামদের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইমাম শু'বার একটিমাত্র উক্তির উপর ভিত্তি করেই তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে তার বর্ণিত এ হাদীসটিকে জাল বলে থাকে।
ইমাম শু'বার সে উক্তিটি এই-

و قال أمية بن خالد : قلت لشعبة : إن أبا شيبة حدثنا عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنه قال : شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا . قال : كذب و الله لقد ذاكرت الحكم ذاك ، و ذكرناه فى بيته ، فما وجدنا شهد صفين أحد من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت

অনুবাদ : উমাইয়া বিন খালেদ বলেন, আমি শু'বাকে বললাম, আবু শায়বা (ইবরাহীম বিন উসমান) আমাকে হাকাম সূত্রে আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সিফ্‌ফীন যুদ্ধে ৭০জন বদরী সাহাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন। জবাবে হযরত শু'বা বলেন, আল্লাহর কসম সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাকামের সঙ্গে এ বিষয়টি তাঁর ঘরে আলোচনা করেছি; কেবল খুযায়মা বিন ছাবেত ব্যতীত কোন বদরী সাহাবা সিফ্‌ফীন যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলে পাইনি।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, ইমাম শু'বা রহ.-এর এ উক্তিটিই বরং ভুল। কারণ, অন্যদের কথা বাদই দিলাম; সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সেনাপতি হযরত আলী রা. নিজেই তো বদরী সাহাবা। আবার ওই যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী হযরত আম্মার রা. আরেকজন বদরী সাহাবা। অথচ ইমাম শু'বা রহ.-এর বর্ণনায় এ দু'জনের নামও আসেনি। তাহলে এ খোড়া উক্তির উপর ভিত্তি করে কিভাবে একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিম বিচারককে মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে?

ভাবতে অবাক লাগে! যারা 'দলীলবিহীন কারও কথা মানি না' বলে বুলি আওড়াতে থাকে, তারা কি করে একজনের দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ভুলকে অন্যজনের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে প্রচার করতে পারে? না কি 'দলীলবিহীন কারও কথা মানি না' কথাটা নিজের মতের বিপক্ষে হলে প্রযোজ্য? আর কারও কথা নিজের মতের পক্ষে হলে সে কথা যারই হোক, সত্য হোক আর অসত্য হোক; ওটাই দলীলযোগ্য। এহেন জঘন্য নীতি পরিহার করা অতীব জরুরী।

আরও লক্ষনীয় বিষয় হলো-কোন তথ্য বর্ণনায় ভুল করা আর মিথ্যা বলা এক জিনিস নয়। ইমাম শু'বার উদ্দেশ্য সম্ভবত এ কথা বলা যে, তিনি তথ্য বর্ণনায় ভুল করেছেন; তাঁকে মিথ্যার দোষে দোষারোপ করা নয়। যেমন ইমাম শু'বা রহ. নিজেই হযরত খুজায়মা বিন ছাবেত ব্যতীত আর কোন বদরী সাহাবা সিফ্‌ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি বলে যে তথ্য দিয়েছেন তা ভুল। সাথে সাথে হযরত ইবরাহীম বিন উসমানের বর্ণিত ৭০জন বদরী সাহাবার সিফ্‌ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার তথ্যটিও ভুল, তবে কোনটিই মিথ্যা নয়। আরো প্রমাণ হিসেবে বুখারী শরীফের একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! হুদায়বিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে হযরত যাবের রা. বলেন, আমরা ছিলাম এক হাজার পাঁচশ। (বুখারী-৩৮৪৮) হযরত যাবের রা. অপর বর্ণনায় বলেন, আমরা ছিলাম এক হাজার চারশ। (বুখারী-৩৮৪৬) বুখারী শরীফে বর্ণিত এ হাদীস দু'টি সহীহ এবং বর্ণনাকারী সাহাবা একই ব্যক্তি। যার বর্ণিত দু'টি সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই একটি সঠিক আর অপরটি ভুল। তাহলে এ বর্ণনা ও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে কি বলবেন? তাঁদের বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ব্যাপারেই বা কি বলবেন? নিশ্চয় তাঁরা মিথ্যা বলেছেন বলে অভিযোগ করতে পারবেন না।

বুখারীর অপর একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! খায়বারের যুদ্ধে হযরত সালমা বিন আকওয়ার চাচা হযরত আমের বিন আকওয়া রা. নিজের তরবারীর আঘাতে শহীদ হন। সাহাবাদের কেউ কেউ মন্তব্য করলেন যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। হযরত সালমা বিন আকওয়া রা. রসূল স.-এর নিকট এ অভিযোগ পেশ করলে তিনি জানতে চাইলেন, কারা এ মন্তব্য করেছে? হযরত সালমা বিন আকওয়া রা. বলেন, قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، অমুক, অমুক, অমুক এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের আল আনসারী রা.। জবাবে রসূল স. বললেন, যারা এটা বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে।(বুখারী-৩৮৮২) এখানে আমের বিন আকওয়া রা.-এর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার অভিযোগ দানকারী সকলকে রসূল স. মিথ্যাবাদী বলেছেন। তম্মধ্যে হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের রা. তো নির্দিষ্ট। অনির্দিষ্ট রয়েছেন আরও তিনজন সাহাবা। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই তিনজনকে চিহ্নিত করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত সালমা বিন আকওয়া ব্যতীত খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন সাহাবার হাদীস কি গ্রহণ করা যাবে না?

বস্তুত হাদীসের এ সকল পারিভাষিক শব্দ এবং পারিপার্শিক অবস্থা না বুঝে বা না বুঝার ভান করে নিজেদের মতের বিপরীত হলেই কোন রাবী বা হাদীসের বিরুদ্ধে এহেন মন্তব্যকারীদের ব্যাপারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে, অযোগ্যকে ও খিয়ানতকারীকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া ডাকাতের হাতে তরবারী তুলে দেয়ার শামিল।

এ সব বক্তব্য দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রসূল স. ২০ রাকাত তারাবিহ'র নামায পড়েছেন বলে ইবরাহীম বিন উসমান রহ. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর এটা আমাদের মূল দলীলও নয়। এ আলোচনার উদ্দেশ্য কেবল ওই সকল মানুষের মুখোস উম্মোচন করা যারা মুখে বলে সহীহ হাদীসের কথা। আর আড়ালে কাজ করে কোন মিশন বাস্তবায়নের।

মোট কথা হলো এ হাদীসটি জঈফ। আর জঈফ হাদীস মুসলিম উম্মাহ'র বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আমলের অনুকূলে হলে তা দলীল হিসেবে গৃহীত বলে নীতিনির্ধারক ইমামগণ মত দিয়েছেন। যেমন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُوْلِ الَّتِي لَمْ يَتعَرَّضْ لَهَا شَيْخُنَا أَنْ يَتَّفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلى الْعَمَلِ بِمَدْلُوْلِ حَدِيْثٍ فَإِنَّه يُقْبَلُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِه. قَالَ: وَقَدَ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئمَةِ الأَصُوْلِ

হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরও একটি গুণ; যা আমাদের শায়খ বর্ণনা করেননি, তা হলো-উলামায়ে কিরামের ওই হাদীসের চাহিদা মাফিক আমল করার প্রতি সম্মত হওয়া। তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণ করা হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আরও বলেন, এ নীতির স্বীকৃতি দিয়েছেন হাদীসের নীতিনির্ধারক একদল ইমাম। (আন্ নুকাত আলা ইবনে সলাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৯৪)

আল্লামা বদরুদ্দীন ঝারকাশী রহ. বলেন,

أن الحَدِيث الضَّعِيف إِذا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالقبُولِ عمل بِهِ على الصَّحِيح حَتَّى انَّه ينزل منزلَة الْمُتَوَاتر فِي أَنه ينْسَخ الْمَقْطُوع

জঈফ হাদীস যদি উম্মত গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে সেটা আমলযোগ্য বিবেচিত হবে। এমনকি সেটা মুতাওয়াতির তথা ব্যাপক প্রসিদ্ধ সংবাদের মান রাখে এবং তার দ্বারা দৃঢ় (সহীহ) হাদীসও রহিত হয়। (আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনি সলাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩৯০)

সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রসূল স. ২০ রাকাত তারাবিহ'র নামায পড়েছেন বলে ইবরাহীম বিন উসমান রহ. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসের সনদ জঈফ হলেও উম্মতের ব্যাপকভাবে গ্রহণের কারণে তা রসূল স.-এর সুন্নাত হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত।

খলিফায়ে রাশেদ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার রা. কর্তৃক কায়েমকৃত-

## সাহাবা (রা.) যুগের তারাবীহ :

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ: جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَة يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ

**হাদীস নং- ২।** অনুবাদ : হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, হযরত উমার রা. উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ্দারী রা.-এর মাধ্যমে একুশ রাকাত পড়তে মানুষকে একত্রিত করেছেন। যাতে তাঁরা দুইশত আয়াত বিশিষ্ট সূরাগুলো পাঠ করতেন এবং ফজরের অল্প আগে নামায থেকে ফিরে যেতেন। (আব্দুর রাজ্জাক: ৭৭৩০ পৃষ্ঠা: ৪/২৬০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের ثقة (নির্ভরযোগ্য) রাবী; যাদের গ্রহণযোগ্যতা উম্মাতের নিকটে স্বীকৃত। সুতরাং সনদের বিবেচনায় এ হাদীসটি অত্যন্ত উঁচু মানের সহীহ। শায়খ বিন বায রহ.-এর সমর্থনপ্রাপ্ত আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ. বলেন, وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, সহীহ হাদীসের রাবী। (تنبيه القارى لتقوية ما ضعفه الالبانى তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জআ্যাফাহুল আলবানী, ৩২নং হাদীসের আলোচনায়)

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِىُّ بِالدَّامِغَانِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عُصِيِّهِمْ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

**হাদীস নং- ৩।** অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ বিন খুসাইফা রহ. হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন: তাঁরা হযরত উমার রা.-এর যমানায় রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন: তাঁরা দুইশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। (সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী: ৪৮০১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকূফ। হুসাইন বিন মুহাম্মাদ, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ও আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর উক্ত তিনজন রাবীই উঁচু মাপের মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট ইমাম।

ইবনে শিরওয়াইহ্ রহ.-এর বরাত দিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. হুসাইন বিন মুহাম্মাদকে ثقة নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা-২২, রাবী নং-২২৪) আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহ. হাফেজে হাদীস। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন, الإِمَامُ الحَافِظُ الثِّقَةُ الرحَّال "তিনি ইমাম, হাফেজ, নির্ভরযোগ্য"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা-২০, রাবী নং-১৭৮) আল্লামা খলিলী বলেন, حافظ عارف ثقة তিনি হাফেজ, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য। (ছিকাতু মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ-১৮৭) আর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল বাগাবী রহ. হলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাস্সির ইমাম

বাগাবী রহ.। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: الحَافِظُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، "হাফেজ, ইমাম, হুজ্জাত"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা-১৭, রাবী নং-২৪৭) আর ইমাম বাগাবীর উপরের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثِقَةٌ নির্ভরযোগ্য রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ অত্যন্ত উঁচু মানের সহীহ। এ কারণে متقدمينতথা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই এ হাদীসের সনদের ওপর কোন আপত্তি তোলেননি। আর পরবর্তীদের মধ্যে বহু সংখ্যাক মুহাদ্দিস হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত ২০ রাকাত তারাবীহ'র এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যেমন-

এক. ইমাম নববী রহ. : তিনি বলেন, وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আমাদের সাথীগণ (২০ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে) ঐ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন যা ইমাম বায়হাকী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (শরহুল মুহাজ্জাব-৩/৫২৭, খুলাছাতুল আহকাম, হাদীস নং-১৯৬১)

দুই. আল্লামা ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী রহ. : তিনি বলেন, وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ সুনানে বায়হাকীতে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে সহীহ সনদে (২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা) বর্ণিত আছে। (শরহুত তাকরীব, তারাবীহ'র রাকাত শিরোনামে)

তিন. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. : তিনি বলেন, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد الصَّحَابِيّ، ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে সহীহ সনদে (২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা) বর্ণনা করেছেন। (উমদাতুল কারী, অধ্যায়: রাতের নামায)

চার. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ. : তিনি বলেন, وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن العراقي في شرح التقريب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. সুনানে বায়হাকীতে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে রমযান মাসে তাঁরা ২০ রাকাত (তারাবীহ) পড়তেন। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইরাকীও তাঁর শরহুত তাকরীব নামক কিতাবে। (ইরশাদুস সারী, অধ্যায়: তারাবীহ)

পাঁচ. আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ. : তিনি বলেন, وهذا إسناد رجاله ثقات এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (তাম্বীহুল কারী লি তাকবিয়াতি মা জআ্যাফাহুল আলবানী, ৩২ নং হাদীসের আলোচনায়)

সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রহ. আরও একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন; যা নিম্নে পেশ করা হলো।

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

**হাদীস নং- ৪।** অনুবাদ : হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. বর্ণনা করেন: আমরা হযরত উমার রা.-এর যামানায় রমাযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায এবং বিতির আদায় করতাম। (মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বাইহাকী: ৫৪০৯)
হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। আবু তাহির, আবু উসমান ও আবু আহমাদ ব্যতীত

এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর উক্ত তিনজন রাবীই উঁচু মানের মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট ইমাম। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

আবু তাহির বিন মাহমাশ উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ। ইমাম জাহাবী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:.وَكَانَ إِمَامَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ وَمُسْنِدَهُم وَمُفْتِيَهُم তিনি ছিলেন হাদীস বিশারদদের ইমাম, সনদ বর্ণনাকারী এবং মুফতি।(সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা-২২, রাবী নং-১৬৮) আর আবু উসমান আল বাসারী রহ.-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম জাহাবী বলেন: الإِمَامُ القُدْوَةُ الزَّاهِد الصَّالِح، "তিনি

ইমাম, অনুসরণীয়, দুনিয়াত্যাগী ও নেককার"। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ বলেন, قَالَ الحَاكِمُ: لَمْ أُرزقِ السَّمَاعِ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يحضُر منزلنَا، وَأنبسط إِلَيْهِ. তিনি আমাদের ঘরে আসতেন এবং আমি তাঁর সাথে খোলা-মেলা কথা বলতাম। কিন্তু তাঁর থেকে হাদীস শুনা আমার ভাগ্যে হয়নি। আর হাকেম রহ.-এর পিতা বলেন, وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ اجْتِهَادِهِ حَضَراً وَسَفَراً. সফর ও মুকীম উভয় অবস্থায় তাঁর ইজতিহাদের মতো আমি আর কারও দেখিনি। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: তবকা-১৯, রাবী নং-১৮৮)। তাঁর থেকে হাদীস শুনা ভাগ্যে হয়নি বলে হাকেম রহ. যে মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্যের ভাষাই স্বাক্ষ্য দেয় যে, তিনি হাকেমের দৃষ্টিতে একজন বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আর আবু আহমাদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ثقة عارف (নির্ভরযোগ্য, হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ)। (তাকরীব: ৬৮৭২) সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদীসটি উঁচু মানের সহীহ।

ইমাম ঝাইলাঈ রহ. ইমাম নববীর খুলাছাতুল আহকামের বরাত দিয়ে বলেন, إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، হাদীসটির সনদ সহীহ। এ মন্তব্যের উপর ইমাম ঝায়লাঈর ভিন্ন কোন মন্তব্য না থাকায় বুঝে আসে যে, তিনিও হাদীসটির সনদ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববীর মন্তব্যের সাথে একমত। (নাসবুর রায়াহ, অধ্যায়: তারাবীহ)

মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন, وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. ইমাম বায়হাকী রহ. মা'রেফাতুস সুনান কিতাবে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত উমার রা.-এর যুগে ২০ রাকাত (তারাবীহ) এবং বিতির নামায পড়তাম। ইমাম নববী খুলাছাতুল আহকাম কিতাবে বলেন, এর সনদ সহীহ। (মেরকাত, অধ্যায়: কিয়ামু শাহরি রমাযান, হাদীদ নং-১৩০৩ এর অধিনে)

হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র হাদীস বর্ণনা করেছেন দুইজন বড় বড় মুহাদ্দিস:

এক. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ দুই. ইয়াযীদ বিন খুসাইফা। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ থেকে আবার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দাউদ বিন কায়েস ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। আর ইয়াযীদ বিন খুসাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন দুইজন বড় বড় মুহাদ্দিস- ইবনে আবী জি'ব এবং মুহাম্মাদ বিন জা'ফর। সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদীসটি অত্যন্ত মজবুত।

মোটকথা متقدمين (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই এ হাদীসের সনদের ওপর কোন আপত্তি তোলেননি। আর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের অনেকের থেকে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে জোরালো সমর্থন রয়েছে; যার বিবরণ এতক্ষণ আলোচনা করা হলো।

أخبرنَا أَبُو عبد الله مُحَمُود بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن الثَّقَفِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أخبرهُم قِرَاءَة عَلَيْهِ أَنا عبد الْوَاحِد بن أَحْمد الْبَقَّال أَنا عبيد الله بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنا جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَصُومُونَ النَّهَار وَلَا يحسنون أَن (يقرؤا) فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا (شَيْءٌ) لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَة (رَوَاه ضِيَاءُ الدِّيْنِ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِي المتوفى: ٦٤٣هـ فِي كتابه: الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما' رقم الحديث-١١١٦)

**হাদীস নং- ৫।** অনুবাদ : হযরত আবুল আলিয়া হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার রা. তাঁকে রমযান মাসে মানুষদেরকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন, মানুষ দিনের বেলায় রোজা রাখে। আর কুরআন ভালোভাবে পড়তে পারে না। তুমি যদি রাতে তাদেরকে কুরআন শুনাতে! হযরত উবাই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন: এ নিয়ম তো অতীতে ছিলো না। হযরত উমার রা. বললেন, আমি তা জানি; তবে এ নিয়ম ভালো। হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. মানুষদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত নামায পড়ালেন। (ইমাম জিয়াউদ্দীন

মাকদেসীর লিখিত আল আহাদীসুল মুখতারাহ: হাদীস নং-১১৬১, মুসনাদে আহমাদ বিন মানী'র বরাতে কানযুল উম্মাল: হাদীস নং-২৩৪৭১)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। আহমাদ বিন মানি'র উস্তাদ হাসান বিন মুসা বুখারী-মুসলিমের রাবী। আবু জাফর রাঝী সত্যনিষ্ঠ, স্মৃতিশক্তি ভালো নয়। (তাকরীব-৯১৬০) রবী' বিন আনাস সত্যনিষ্ঠ। (আল কাশেফ-১৫২৪) আর আবুল আলিয়া বুখারী-মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান। আহমাদ বিন মানী' রহ. থেকে নিচের দিকের রাবীগণ সকলেই মুসনাদে আহমাদ বিন মানী' কিতাবটির বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস। রিজাল শাস্ত্রের কেউ তাদেরকে জঈফ বলে মন্তব্য করেননি। বরং সুনান ও মুসনাদ কিতাবসমূহের বর্ণনাকারীদের সম্মৃদ্ধ তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ সকল রাবীদের জীবনী দেখুন ইবনে নুকতার লিখিত 'আত্ তাকঈদ লি-মা'রিফাতি রুয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ' কিতাবে এবং ইমাম জাহাবীর লিখিত তারীখুল ইসলামে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা. হযরত উবাই ইবনে কাআব রা.কে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই তারাবীহ'র সুন্নাত।

مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

**হাদীস নং- ৬।** অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান রহ. বলেন, হযরত উমার ইবনুল খত্তাব রা.-এর যুগে মানুষ বিশ রাকাত নামায আদায় করতেন। (মুয়াত্তা মালেক-অধ্যায়, কিয়ামে রমাযান, হাদীস-৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইয়াযীদ বিন রুমান যদিও উমার রা.-এর যুগ পাননি। তবুও হযরত উমার রা.-এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র বিষয়টি বহুল প্রচলিত। সাথে সাথে পূর্ববর্ণিত বহু সহীহ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি সমর্থিত। আর বহুল প্রচলিত কোন জিনিস বর্ণনা করতে নির্দিষ্ট সনদ বা স্বাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هَذَا جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، বদর যুদ্ধের দিন নবী করিম স. বললেন, এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন। (বুখারী-৩৭০৫) বদর যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করলেন। অথচ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিজের ভাষ্য এই যে, তখন তিনি অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং মায়ের সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। (বুখারী-৪২৩৩) তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. অবশ্যই এ ঘটনাটি কারও মাধ্যমে শুনেছেন কিন্তু তার নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রসূল স.-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলে বা ঘটনা প্রসিদ্ধ হলে তখন নির্দিষ্ট কোন মাধ্যম উল্লেখ করা আবশ্যক নয়; যার প্রচলন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো।

২০ রাকাত তারাবীহ'র আমল বর্ণনাকারী ইয়াযীদ বিন রুমান রহ. কোন জঈফ বা মিথ্যাবাদী রাবী নন। এমনকি তিনি মুদাল্লিসও নন। তাঁর দ্বীনদারী এবং স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেছেন ইমাম বুখারী-মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিসগণ। সাথে সাথে হযরত উমার রা.-এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; যা একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে ইয়াযীদ বিন রুমানের মত নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা কেন গ্রহণ করা হবে না? মতের বাইরে তাই? সনদ বিচ্ছিন্নতার দোহাই দিয়ে এ হাদীসকে অস্বীকার করা হচ্ছে, অথচ নির্ভরযোগ্য রাবীর মুরসাল বর্ণনার সমার্থক হাদীস পাওয়া গেলে উক্ত মুরসাল হাদীসকে চার ইমামসহ বহু ইমাম সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। সনদ বিচ্ছিন্নতার অজুহাতে শায়খ আলবানী তাঁর সলাতুত তারাবীহ নামক গ্রন্থে হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। আর পূর্বোক্ত নীতিমালার আলোকে শায়খ আলবানীর মন্তব্যকে খন্ডন করে আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ. বলেন, أقول: في تضعيفه القيام بعشرين ركعة نظر فإنه ورد من روايات يقوي بعضها بعضًا ويدل على أن له أصلاً. আলবানী কর্তৃক এ হাদীসকে জঈফ বলে মন্তব্য করার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। কারণ ২০ রাকাত তারাবীহ'র বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; যা পরস্পর একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আর এ কথার প্রমাণ বহন করে যে আমলটির ভিত্তি রয়েছে। (তাম্বীহুল কারী লি-তাকবিয়াতি মা জআ্যাফাহুল আলবানী, ৩২ নং হাদীসের আলোচনায়)

এ নীতির আলোকেই আমরা হযরত সুলায়মান আ'মাশ এবং আব্দুল আজীজ বিন রুফাই' এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারীর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকি। অথচ শায়খ আলবানী ও তার অনুসারীগণ সেটাকে সনদ বিচ্ছন্নতার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। হাদীস দু'টি নিম্নে পেশ করছি।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً

**হাদীস নং- ৭।** অনুবাদ : হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতে। (ইবনে আবি শায়বা-৭৬৮২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মুরসাল, মাউকূফ'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

**হাদীস নং- ৮।** অনুবাদ : হযরত আব্দুল আজীজ বিন রুফাই' রহ. বলেন, হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. মদীনায় রমযান মাসে মানুষদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতেন। আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন । (ইবনে আবি শায়বা-৭৬৮৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মুরসাল, মাউকূফ'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

أخبرنَا يحيى بن يحيى أخبرنَا حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب، قَالَ: (كَانَ عبد الله بن مَسْعُود يُصَلِّي لنا فِي شهر رَمَضَان) فَيَنْصَرِف وَعَلِيهِ ليل، قَالَ الْأَعْمَش: كَانَ يُصَلِّي عشْرين رَكْعَة ويوتر بِثَلَاث) .

**হাদীস নং- ৯।** অনুবাদ : হযরত সুলায়মান আ'মাশ যায়েদ বিন ওহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. আমাদেরকে রমযান মাসে নামায পড়াতেন এবং কিছুটা রাত থাকতে ফিরতেন। হযরত আ'মাশ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ২০ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। (কিয়ামুল লাইল লিলমারওয়াঝী)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মুরসাল, মাউকূফ'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

**হাদীস নং- ১০।** অনুবাদ : হযরত আতা রহ. বলেন: আমি লোকদেরকে বিতিরসহ ২৩ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৭০)
হাদীসটির স্তর : এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসটির সনদ সহীহ। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ. বলেন, وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। (তাম্বীহুল কারী লি-তাকবিয়াতি মা জআ্যাফাহুল আলবানী, ৩২ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত আতা বিন আবি রবাহ রহ. শতাধিক সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। সুতরাং হযরত আতা রহ. যে সকল মানুষদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে দেখেছেন তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম এবং সিনিয়র তাবিঈগণ। তাদের আমল ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই সাহাবায়ে কিরামের সোনালী সমাজের তারাবীহ।

## তাবিঈ যুগের আমল :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيَقْرَأُ بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ فِي رَكْعَةٍ

**হাদীস নং- ১১।** অনুবাদ : হযরত নাফে' বিন উমার রহ. বলেন: হযরত ইবনে আবী মুলাইকা রমাযান মাসে আমাদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়াতেন এবং এক রাকাতে ফিরিশতাদের প্রশংসা অর্থাৎ সূরা ফাতির পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ»

**হাদীস নং- ১২।** অনুবাদ : সাঈদ বিন উবায়েদ রহ. বলেন, হযরত আলী বিন রবীআ'হ রহ. তাদেরকে রমযান মাসে পাঁচ বিশ্রামে (২০ রাকাত) নামায পড়াতেন আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। (ইবনে আবি শায়বা-৭৬৯০)
উল্লেখ্য: প্রতি ৪ রাকাতকে এক 'তারবীহা' বলা হয়। সুতরাং ৫ 'তারবীহা'তে ২০ রাকাত হয়।

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত আলী বিন রবীআ'হ রহ. হযরত আলী রা.-এর ছাত্র। তিনি দ্বীন শিখেছেন সাহাবায়ে কিরাম থেকে। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, আলী বিন রবীআ'হ রহ.-এর ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত আলী রা.সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ।

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَلَفٍ ، عَنْ رَبِيعٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

**হাদীস নং- ১৩।** অনুবাদ : হযরত আবুল বাখতারী রহ. রমাযান মাসে ৫টি 'তারবীহা'(২০ রাকাত) ও তিন রাকাত বিতির পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। খলফ ও রবী' ব্যতীত এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। খলফ বিন হাউশাব ثقة (নির্ভরযোগ্য)। (তাকরীব: ১৮৯৩) আর খালফ বিন হাউশাব রবী'র প্রশংসা করেছেন।
উল্লেখ্য : প্রতি ৪ রাকাতে এক 'তারবীহা' বলা হয়। সুতরাং ৫ 'তারবীহা'তে ২০ রাকাত হয়।

সারসংক্ষেপ : হযরত আবুল বাখতারী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, আবুল বাখতারী রহ.-এর ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত ইবনে উমার এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ»

**হাদীস নং- ১৪।** অনুবাদ : ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক রহ. বলেন, হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের রহ. রমযানে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি উভয় প্রকার কিরাত পড়তেন। কোন রাতে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর কিরাত পড়লে সে রাতে পাঁচ

তারবীহা পড়তেন। আর শেষ দশকে ছয় তারবীহা পড়তেন। (আব্দুর রাজ্জাক-৭৭৪৯)
উল্লেখ্য: এক তারবীহ সমান ৪ রাকাত। সুতরাং পাঁচ তারবীহ'র অর্থ হলো ২০ রাকাত।

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগায়রিহী, মাকতু'। ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক صدوق كثير الوهم সত্যনিষ্ঠ, অধিক সন্দেহপ্রবন। (তাকরীব-৫৩৩) ইমাম বুখারী রহ. বলেন, يكتب حديثه তাঁর হাদীস লেখা হবে। (আল কাশেফ-৩৯৩)

সারসংক্ষেপ : হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসসহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, সাঈদ বিন যুবায়ের রহ.-এর ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত ইবনে আব্বাস রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ: «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

**হাদীস নং- ১৫।** অনুবাদ : হযরত আবু ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন যে, হারেস বিন আব্দুল্লাহ রহ. রমযানের রাতে মানুষদেরকে বিশ রাকাত নামায পড়াতেন। আর বিতির পড়াতেন তিন রাকাত এবং রুকুর পূর্বে কুনুত পাঠ করতেন। (ইবনে আবি শায়বা-৭৬৮৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাজ্জাজ বিন আরতাত মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে আপত্তি আছে। কিন্তু বিশ রাকাত তারাবীহ'র বিষয় অন্যান্য হাদীসের সমর্থনের কারণে এর মান হাসানের কম নয়।

সারসংক্ষেপ : হারেস বিন আব্দুল্লাহ হযরত আলী রা.-এর অত্যান্ত ঘনিষ্ট ছাত্র। তিনি দ্বীন শিখেছেন হযরত আলী রা. থেকে। হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে হারেসের অতি ভালোবাসার কারণে কেউ কেউ তাঁকে শিয়া বলেও মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, হারেসের ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত আলী রা.-এর তারাবীহ।

وَأنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ أَبُو الْخَصِيبِ قَالَ: كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَرُوِّينَا عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ –

**হাদীস নং- ১৬।** অনুবাদ : আবুল খসীব রহ. বলেন, হযরত সুআইদ বিন গাফালা রহ. আমাদেরকে রমযান মাসে পাঁচ বিশ্রামে ২০ রাকাত নামায এবং বিতির পড়াতেন। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী-৪২৯০)

হাদীসটির স্তর : হাসান মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে নাফাআহ বিন মুসলিম আবুল খাছীবের ব্যাপারে, قَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ: لا بَأْسَ بِهِ আবু হাতেম এবং অন্যান্যরা বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তারীখুল ইসলাম, তবকা-১৫, রাবী নং-৪৪৮) জাফর বিন আওন, বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব ثقة عارف নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ। (তাকরীব-৬৮৭২) মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব, لا يختلف في صدقه وثقته তাঁর সততা এবং নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কারও বিরোধ নেই। (আত তাকঈদ লি-মা'রিফাতি রুআতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ, মুহাম্মাদ নামক রাবীগণের মধ্যে ১৪০ নম্বর) আবু যাকারিয়া, وَكَانَ شَيْخاً ثِقَةً তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য শায়খ। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, তবকা-২২ রাবী নং-১৭৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত সুআইদ বিন গাফালা রহ.-এর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং হযরত উবাই ইবনে কাআব রা.। আর বিশ রাকাত তারাবীহ'র বর্ণনাগুলো এ সকল সাহাবায়ে কিরাম থেকেই এসেছে। সুতরাং এ সকল সাহাবায়ে কিরামগণের নির্ভরযোগ্য ছাত্রের আমল দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে গেছে যে, ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করাই তাঁদের আমল ছিলো।

সাহাবা রা. ও তাবিঈ যুগের আমল বর্ণনার পর এবার মুসলিম উম্মাহ'র ১৪শত বছরের তারাবীহ'র ইতিহাস শতাব্দী ভিত্তিক তুলে ধরা হচ্ছে।

## দ্বিতীয় শতাব্দীর তারাবীহ :

এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিত্ব ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মন্তব্য (قَالَ) : فَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَرَأَيْتهمْ بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ الكتاب: ذكره إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 264هـ) فى كتابه مختصر المزني فى بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুবাদ : ইমাম শাফেঈ রহ. এর ঘনিষ্ট ছাত্র ও সহযোগী আল্লামা ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল মুঝানী রহ. (মৃত্যু-২৬৪) ইমাম শাফেঈ রহ. এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন: রমযান মাসের নামায তথা তারাবীহ'র নামায একা পড়া আমার নিকট বেশী প্রিয়। মদীনায় দেখেছি তাঁরা (বিতিরসহ) ৩৯ রাকাত পড়েন। আর আমার নিকট প্রিয় হলো বিশ রাকাত পড়া। কেননা এটা হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে এবং মক্কাবাসীদের আমলও অনুরূপ। আর তাঁরা বিতির পড়তেন তিন রাকাত। (মুখতাছারুল মুঝানী, অধ্যায়: নফল ও তারাবীহ'র নামায)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। ইমাম মুঝানী সরাসরি ইমাম শাফেঈ রহ.-এর ছাত্র এবং তাঁর মাযহাবের অন্যতম প্রচারক।

সারসংক্ষেপ : ইমাম শাফেঈর বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈদের যুগে অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মক্কার মসজিদুল হারামের তারাবীহ ছিলো ২০ রাকাত। আর আজও তাই রয়েছে।

## তৃতীয় শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিজী রহ. (মৃত্যু-২৭৯হিঃ)-এর মন্তব্য:** وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ رَكْعَةً . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . (ذكره ابو عيسى الترمذى بعد ما روى حديث ابى ذر ورقمه –٨٠٦)

অনুবাদ : হযরত আবু যর রা.-এর সূত্রে ৮০৪ নম্বর হাসান-সহীহ হাদীসটি বর্ণনার পরে ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন, রমাযানের কিয়াম (তারাবীহ'র নামায) সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন: তারাবীহ'র নামায বিতিরসহ ৪১ রাকাত। এটা মদীনাবাসীদের অভিমত এবং আমল। তবে হযরত উমার ও আলী রা. প্রমুখ সাহাবার বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফিঈ রহ.-এর অভিমতও এটাই। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন: আমাদের মক্কা নগরীতে এমনই ২০ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি। (তিরমিজী: ৮০৪ নং হাদীসের আলোচনায় পৃষ্ঠা: ১/১৬৬)

সারসংক্ষেপ : পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন- ইমাম তিরমিজী রহ. এখানে তারবীহ'র নামাযের রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমার ও আলী রা. প্রমুখ সাহাবার বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত। ইমামগণের মধ্যেও ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান ছাওরী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রহ. প্রমুখগণও ২০ রাকাত তারবীহ'র পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর সময়ে মক্কা নগরীতেও এমনই ২০ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছেন। আবার ইমাম মালেক রহ. মদীনাবাসীদের আমলের ভিত্তিতে ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে মত দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায় যে, তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাতের কম বলে কোন মতামত ইমাম তিরমিজী রহ. আপন যুগে খুঁজে পাননি। অতএব প্রমাণিত হলো যে, তৃতীয় শতাব্দীর আমল ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া।

## চতুর্থ শতাব্দীর তারাবীহ :

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইমাম আবু মুহাম্মাদ কায়রওয়ানী রহ. (মৃত্যু-৩৮৬হিঃ)-এর মন্তব্য :

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُوْمُوْنَ فِيْهِ فِيْ الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوْتِرُوْنَ بِثَلَاثٍ

(ذكره أبو محمد القيرواني، المالكي فى الرسالة فى باب الصيام)

অনুবাদ : সালাফে ছালেহীন তথা নেককার পূর্বসূরীগণ তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর তিন রাকাত বিতির পড়তেন। (আর রিসালা লিলকায়রওয়ানী, অধ্যায়ঃ রোজা)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা কায়রওয়ানী রহ. তাঁর যুগের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বসূরীদের আমলের কথা পেশ করলেন বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া। সাথে সাথে তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে এ নিয়মের পরিপন্থী ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

## পঞ্চম শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. (মৃত্যু-৪৬৩হিঃ)-এর মন্তব্য:**

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ قِيَامِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَالِكٌ تِسْعُ وَثَلَاثُونَ بِالْوِتْرِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ وَالْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ (ذكره : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي :المتوفى: ٤٦٣هـ فى كتابه : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحت الحديث الثالث لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ)

অনুবাদ : তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষন করেছেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তারাবীহ ৩৬ রাকাত; আর বিতির তিন রাকাত। তিনি মনে করেন এটা মদীনাবাসীদের পুরাতন আমল। আর সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানিফা, শাফেঈ, দাউদে জাহেরী রহ. এবং তাঁদের অনুসারীগণ মনে করেন যে, তারবীহ'র নামায বিতির ব্যতীত বিশ রাকাত। (আত তামহীদ লি-ইবনে আব্দিল বার (মুত্যু-৪৬৩)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র যে মতামত পেশ করেছেন সেটা মদীনা শরীফের পুরাতন আমল। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. আরও বলেন,

(هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً) وَغَيْرُ مَالِكٍ يُخَالِفُهُ فَيَقُولُ

فِي مَوْضِعٍ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (إِحْدَى وَعِشْرِينَ) وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ مَالِكٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ... إِلَّا أَنَّ الْأَغْلَبَ عِنْدِي فِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً الْوَهْمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (ذكره : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي :المتوفى: ٤٦٣هـ فى كتابه :الإستذكار فى باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ)

অনুবাদ : হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা.-এর হাদীসে ইমাম মালেক রহ. ১১ রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যরা এখানে ২১ রাকাত বর্ণনা করেছেন। আমার জানামতে ইমাম মালেক ব্যতীত কেউ এ হাদীসে ১১ রাকাত উল্লেখ করেননি। (সাঈদ বিন মানছুর করেছেন) আমার প্রবল ধারনা ইমাম মালেক এখানে ভুল করেছেন। (আল ইসতিয্কার, অধ্যায়ঃ কিয়ামু রমাযান)

সারসংক্ষেপ : ইমাম মালেক রহ. অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ হাদীসের বর্ণনা অনেক বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় এটাকে শায(অপ্রবল) বলতে হচ্ছে। অর্থাৎ হযরত উমার রা. তারাবীহ'র নামাযের যে জামাত কায়েম করেছিলেন তা ছিলো ২০ রাকাত বিশিষ্ট; ১১ রাকাত বিশিষ্ট নয়।

## ষষ্ঠ শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আবু বকর আল কাসানী রহ. (মৃত্যু-৫৮৭হিঃ)-এর মন্তব্যঃ**

وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي عَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ، فِي خَمْسِ تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَسْلِيمَتَيْنِ تَرْوِيحَةٌ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً وَفِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ– ذكره علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي المتوفى:٥٨٧ هـ فى كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع فى فَصْل فِي قَدْر صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

অনুবাদ : ইমাম আবু বকর কাসানী বলেন, তারাবীহ'র পরিমাণ হলো দশ সালামে পাঁচ বিশ্রামে বিশ রাকাত। প্রতি দুই সালামে (চার রাকাতে) একটি করে বিশ্রাম। এটাই ব্যাপক সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মত। ইমাম মালেক রহ. বলেন, ৩৬ রাকাত ভিন্ন মতে ২৬ রাকাত। আর ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মতটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে সাহাবায়ে কিরামকে হযরত উবাই ইবনে কাআব রা.-এর ইমামতিতে একত্রিত করে ছিলেন। তিনি প্রতি রাতে তাঁদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতেন। সাহাবায়ে কিরামের কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। ফলে এটা তাঁদের পক্ষ থেকে ইজমার শামিল। (বাদাইউস সানায়ে'-পরিচ্ছেদঃ তারাবীহ'র নামাযের পরিমাণ)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা আবু বকর কাসানী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত বা ২৬ রাকাত তারাবীহ'র মতামতও পেশ করেছেন। তবে বিশ রাকাত তারবীহকে তিনি ব্যাপক সংখ্যক মানুষের আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। বরং এ নিয়মকে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

**এ শতাব্দীর আরও একজন বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা ইবনে রুশ্দ মালেকী রহ. (মৃত্যু-৫৯৫হিঃ)-এর মন্তব্যঃ**

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُخْتَارِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ: فَاخْتَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وداود: الْقِيَامَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْسِنُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ ثَلَاثٌ. (ذكره: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى: ٥٩٥هـ فى كتابه :بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الْبَابُ الْخَامِسُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ)

অনুবাদ : রমযান মাসে মানুষ যে তারাবীহ পড়ে থাকে তার রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেকের একমত এবং ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমাদ এবং দাউদে জাহেরীর মত হলো তারাবীহ'র নামায বিতির ব্যতীত ২০ রাকাত। তবে ইবনুল কাসেম রহ. ইমাম মালেকের মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৩৬ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়া ভালো মনে করতেন। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, পঞ্চম অধ্যায়: কিয়ামু রমাযান)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ কুরতুবী আল্ মালেকী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত রাকাত তারাবীহ'র মতামতও রয়েছে। তবে ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমাদ এবং দাউদে জাহেরী এমনকি ইমাম মালেকের অপর মত হলো ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগেও ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

## সপ্তম শতাব্দীর তারাবীহ :

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম ইবনে কুদামা হাম্মলী রহ. (মৃত্যু-৬২০হিঃ)-এর মন্তব্য

فَصْلٌ: وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ. وَزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ، ( ذكره أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي المتوفى: ٦٢٠هـ فى كتابه : المغنى فى فصل رقمه: ١٠٩٥)

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ রহ.-এর নিকট তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে উত্তম হলো ২০ রাকাত আদায় করা। আর এ মতই পোষণ করেছেন সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানিফা এবং শাফেঈ রহ.। (আল্ মুগনী লি-ইবনি কুদামা হাম্বলী, পরিচ্ছেদ: ১০৯৫)
সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। এটাই ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমাদ এবং সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর মতো যগদ্বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণের আমল। আর তিনি ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত রাকাত তারাবীহ'র মতামতও পেশ করেছেন। তবে সেটা মদীনার পুরাতন আমল। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

**এ শতাব্দীর আরও একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু-৬৭৬হিঃ)-এর মন্তব্য:**

مَذْهَبُنَا أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرَ الْوِتْرِ وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ وَالتَّرْوِيحَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَحُكِيَ أن الاسود بن يزيد كَانَ يَقُومُ بِأَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعٍ وَقَالَ مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً غَيْرَ الْوِتْرِ وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا سَبَبُهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ طَوَافًا وَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَطُوفُونَ بَعْدَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مُسَاوَاتَهُمْ فَجَعَلُوا مَكَانَ كُلِّ طَوَافٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَزَادُوا سِتَّ عَشرَةَ رَكْعَةً وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثٍ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (ذكره أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي المتوفى: ٦٧٦هـ فى كتابه : المجموع شرح المهذب فى قوله "ومن السنن الراتبة قيام رمضان" تحت بَاب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ)

অনুবাদ : ইমাম নববী রহ. বলেন, তারাবীহ’র রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে আমাদের মাযহাব হলো-বিতির ব্যতীত দশ সালামে বিশ রাকাত। আর তা হবে পাঁচটি বিশ্রামের মাধ্যমে; আর দুই সালামে চার রাকাতে হয় এক বিশ্রাম। এটা আমাদের মাযহাব এবং এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, তাঁর অনুসারীগণ, ইমাম আহমাদ, দাউদে জাহেরী এবং অন্যান্যরা। কাজী ইয়াজ রহ. প্রায় সকল উলামায়ে কিরামের মত হিসেবে এটাই বর্ণনা করেছেন। আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ৪০ রাকাত তারাবীহ এবং সাত রাকাত বিতির পড়তেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তারাবীহ বিতির ব্যতীত ৩৬ রাকাত।

ইমাম নববী রহ. আরও বলেন, (৩৬ রাকাত তারাবীহ’র ব্যাপারে) মদীনাবাসীদের যে আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার কারণ হিসেবে আমাদের সাথীগণ বর্ণনা করেন যে, মক্কাবাসীরা প্রতি দুই বিশ্রামের মাঝে একটি তাওয়াফ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। শেষ বিশ্রামে আর পড়তেন না। মদীনাবাসীরা তখন মক্কাবাসীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে চাইলেন। তাই তাঁরা প্রতি তাওয়াফের পরিবর্তে চার রাকাত নামায বৃদ্ধি করলেন। এ হিসেবে তাদের অতিরিক্ত হলো আরও ১৬ রাকাত। যা তিন রাকাত বিতিরসহ সর্বমোট ৩৯ রাকাত হয়ে গেলো। (শরহুল মুহাজ্জাব, অধ্যায়: কিয়ামু রমযান)

সারসংক্ষেপ : ইমাম নববী রহ. তারাবীহ’র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। সাথে সাথে কাজী ইয়াজ রহ.-এর বরাত দিয়ে তিনি এটাকে প্রায় সকল উলামায়ে কিরামের মাযহাব হিসেবে বর্ণনা করলেন। ইমাম নববী রহ.-এর আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গেলো যে, ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত রাকাত তারাবীহ’র যে মতামত বর্ণিত আছে সেখানেও তিনি মূল তারাবীহ ২০ রাকাত হিসেবে বিশ্বাস করেন। আর অবশিষ্ট ১৬ রাকাত পড়েন মক্কাবাসীদের আমলের সাথে নেকীর দিক থেকে সমতা রক্ষার জন্য। এ কারণে বিভিন্ন জায়গায় ইমাম মালেক রহ.-এর অপর মতে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ’র আমলই প্রচলিত ছিলো। ৩৬ রাকাত তারাবীহ’র আমলের মধ্যেও মূল তারাবীহ বিশ রাকাত।

## অষ্টম শতাব্দীর তারাবীহ :

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.(মৃত্যু-৭২৮হিঃ)-এর মন্তব্য:

قِيَام رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ بَلْ كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ.. فَالْقِيَامُ بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَ الْعَشْرِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ (ذكره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: ٧٢٨هـ فى كتابه :مجموع الفتاوى فى بَاب صِفَةِ الصَّلَاةِ)

অনুবাদ : তারবীহ’র নামাযের বিষয়ে রসূল স. থেকে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণিত নেই। তবে তিনি রমযান বা রমযানের বাইরে **১৩** রাকাতের বেশী পড়তেন না। ওই রাকাতগুলো ছিলো অনেক লম্বা কিরাতে। অতঃপর যখন উমার রা. উবাই ইবনে কাআব রা.-এর ইমামতিতে সকলকে একত্রিত করলেন তখন হযরত উবাই তাদেরকে ২০ রাকাত পড়াতেন। আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। আর রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিরাতের পরিমাণও হালকা করতেন। কেননা এক রাকাতে দীর্ঘ কিরাতের তুলনায় এটা মুসল্লীদের জন্য সহজ। অতঃপর তিনি আরও বলেন, ২০ রাকাত পড়া উত্তম কেননা অধিকাংশ মুসলমান এটাই আমল করে। আর এটা ১০ এবং চল্লিশ রাকাতের মাঝামাঝি। (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া, অধ্যায়: সিফাতুস সলাত)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর যুগের অধিকাংশ মানুষের আমল ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার পক্ষে বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি এটাকে উত্তম বলেছেন। কারণ অধিকাংশ মানুষের আমলের পাশাপাশি এটা মুক্তাদীদের জন্য

সহজতর। যেহেতু ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হলে এক এক রাকাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না। আর জামাতে যেহেতু সব শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত থাকে সেহেতু তাদের আমল সহজ করণার্থে এটাই উত্তম। অবশ্য কেউ একাকী দীর্ঘ্য কিরাতে নামায পড়তে সক্ষম হলে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর জন্য ১০ রাকাত তারাবীহ পড়ার অনুমতিও এক আলোচনায় দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

### আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.আরও বলেন :

قِيَام رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا بَلْ كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَة رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أبي بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ –ذكره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: ٧٢٨هـ فى كتابه مجموع الفتاوى فى بَاب صِفَةِ الصَّلَاةِ

অনুবাদ : তারবীহ'র নামাযের বিষয়ে রসূল স. থেকে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণিত নেই। তবে তিনি রমযান বা রমযানের বাইরে তেরো রাকাতের বেশী পড়তেন না। ওই রাকাতগুলো ছিলো অনেক লম্বা কিরাতে। অতঃপর যখন উমার রা. উবাই ইবনে কাআব রা.-এর ইমামতিতে সকলকে একত্রিত করলেন তখন হযরত উবাই ২০ রাকাত পড়াতেন। আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। আর রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিরাতের পরিমাণও হালকা করতেন। কেননা এক রাকাতে দীর্ঘ কিরাতের তুলনায় এটা মুসল্লীদের জন্য সহজ।

সারসংক্ষেপ : রসূল স.-এর তারাবীহ'র নামাযের কোন নির্দিষ্ট রাকাত সংখ্যা ছিলো না। আর হযরত উমার রা. তারাবীহ'র নামাযের যে জামাত কায়েম করেছিলেন তা ছিলো ২০ রাকাত। তিনি মুসল্লীদের সহজের দিকে খিয়াল রেখে রাকাত বাড়িয়ে কিরাত সংক্ষেপ করে ছিলেন। সুতরাং হযরত উমারের নামে ১১ রাকাত তারাবীহ'র সম্মন্ধ করা অপ্রবল। আর রসূল স.-এর আদায়কৃত ১১ রাকাত নামায তারাবীহ নয় বরং কিয়ামুল লাইল।

## নবম শতাব্দীর তারাবীহ :

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ওয়লিউদ্দীন ইরাকী রহ.(মৃত্যু-৮২৬হিঃ)-এর মন্তব্য:

وَلَمَّا وَلِيَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ إِمَامَةَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحَيَا سُنَّتَهُمْ الْقَدِيمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَكَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ثُمَّ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِسِتَّ عَشرَةَ رَكْعَةً فَيَخْتِمُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَهُ فَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى الْآنَ (ذكره أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي المتوفى: ٨٢٦هـ فى :طرح التثريب في شرح التقريب الذى ألفه ابوه و أكمله هو بنفسه فى :فَائِدَة اسْتِحْبَاب الْجَمَاعَةِ فِي مُطْلَقِ النَّوَافِلِ)

অনুবাদ : আমার পিতা যাইনুদ্দীন ইরাকী যখন মদীনার মসজিদের ইমাম হলেন তখন অধিকাংশ মানুষের আমলের অনুকরণ (২০ রাকাত তারাবীহ পড়া)-এর সাথে সাথে মদীনাবাসীদের পুরাতন সুন্নাত (৩৬ রাকাত তারাবীহ)-এর আমলও জিন্দা করলেন। সুতরাং তিনি শুরু রাতে নিয়ম অনুযায়ী ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। অতঃপর শেষ রাতে ১৬ রাকাত পড়তেন। আর জামাআতের সাথে রমযানে কুরআন খতম করতেন দুইবার। মদীনাতে এ আমলই (২০ রাকাত তারাবীহ এবং ১৬ রাকাত কিয়ামুল লাইল) চালু ছিলো এবং এখনও চালু রয়েছে। (তরহুত তাছরীব ফি শরহিত তাকরীব, তারাবীহ'র রাকাত শিরোনামে)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী রহ.-এর বর্ণনা থেকে একেবারেই পরিস্কার হয়ে গেলো যে, নবম শতাব্দীতেও তাঁর পিতা মদীনার মসজিদে ২০ রাকাত

তারাবীহ পড়াতেন। আর শেষ রাতে ১৬ রাকাত কিয়ামুল্লাইল করতেন। এ থেকে মদীনাবাসী এবং ইমাম মালেক রহ.-এর ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র প্রকৃত রূপও উদ্ভাষিত হলো যে, ইমাম মালেকের ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র মধ্যে মূল তারাবীহ ২০ রাকাত। আর ১৬ রাকাত হলো মক্কাবাসীদের তাওয়াফের ছওয়াবের সাথে সমতা রক্ষা করতে কিয়ামুল্লাইল। এ ১৬ রাকাত শেষ রাতে আদায় করা হতো আর মূল তারাবীহ ২০ রাকাত শুরু রাতে পড়া হতো।

## দশম শতাব্দীর তারাবীহ :

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ.(মৃত্যু-৯২৩হিঃ)-এর মন্তব্য:

وَالْمَعْرُوْفُ وَهُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّه عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ وَذلِكَ خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيْحَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ غَيْرَ الْوِتْرِ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ.(ذكره أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: ٩٢٣هـ) فى كتابه إِرْشَادُ السَّارِي لِشرح صَحِيح البخَاري فى باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ)

অনুবাদ : (তারাবীহ'র বিষয়ে) প্রসিদ্ধ আমল ওটাই যেটা উম্মত ব্যাপকহারে আঁকড়ে ধরেছে; তা হলো ১০ সালামে ২০ রাকাত পড়া। আর এটা হবে বিতির ব্যতীত ৫ বিশ্রামের মাধ্যমে। আর দুই সালামে ৪ রাকাত নামায আদায় করাটাই হলো এক বিশ্রাম। (কসতলানী, অধ্যায়: কিয়ামুল্লাইল-এর ফযীলত)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

**এ শতাব্দীর আরও একজন বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু-৯৭০হিঃ)-এর মন্তব্য:**

وَقَوْلُهُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيَانٌ لِكَمِّيَّتِهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَعَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسُ شَرْقًا وَغَرْبًا الكتاب:(ذكره زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري المتوفى: ٩٧٠هـ فى كتابه :البحر الرائق شرح كنز الدقائق: فى باب صلاة التراويح)

অনুবাদ : কান্‌ঝুদ্দাক্বায়েক কিতাবের লেখকের কথা 'বিশ রাকাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-তারবীহ'র রাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা। আর এ বিশ রাকাত হলো ব্যাপক সংখ্যক উম্মতের মতামত। কেননা মুআত্তা মালেকে হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে মানুষ বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়তো। আর পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মানুষের আমল এটাই। অর্থাৎ, বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করা। (বাহরুর রায়েক, অধ্যয়: তারাবীহ'র নামায)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। সাথে সাথে তিনি এটাকে হযরত উমার রা.-এর কায়েমকৃত আমল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সকল অঞ্চলের মানুষের আমল বলেও আখ্যা দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

# একাদশ শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শামসুদ্দীন রমালী রহ. (মৃত্যু-১০০৪হিঃ)-এর মন্তব্য :**

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً. وَفِي رِوَايَةٍ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ...قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهَا عِشْرِينَ أَنَّ الرَّوَاتِبَ: أَيْ الْمُؤَكَّدَةَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ فِيهِ (ذكره شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ في كتابه: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في قِسْم مِنْ النَّفْلِ يُسَنُّ جَمَاعَةً)

**অনুবাদ :** আল্লামা শামসুদ্দীন রমালী রহ. বলেন, রমযানের প্রতি রাতে দশ সালামে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, তারা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন। মুয়াত্তা মালেকের বর্ণনায় রয়েছে যে, ২৩ রাকাত পড়তেন। তিনি আরও বলেন যে, আল্লামা হালিমী রহ. বলেছেন, তারাবীহ বিশ রাকাত হওয়ার রহস্য এই যে, রমযান ব্যতীত দৈনন্দিন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বিশ রাকাত। তারাবীহ'র মাধ্যমে সে সংখ্যা দ্বিগুণ করা হলো। (নিহায়াতুল মুহতায, অধ্যায়ঃ জামাতে আদায়যোগ্য নফল)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা শামসুদ্দীন রমালী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর মুয়াত্তা মালেকের বরাতে ২৩ রাকাতের যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা হলো বিতিরসহ ২৩ রাকাত। তাহলে তারাবীহ ২০ রাকাত। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

# দ্বাদশ শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শিহাবুদ্দীন আযহারী রহ. (মৃত্যু-১১২৬হিঃ)-এর মন্তব্য :**

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا الْمُصْطَفَى وَوَاظَبَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ) وَهُمْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (يَقُومُونَ فِيهِ) فِي زَمَنِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِأَمْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (فِي الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ.(ذكره أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي المتوفى: ١١٢٦هـ في كتابه: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تحت حُكْمِ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ)

অনুবাদ : আল্লামা আযহারী বলেন, আল্লামা কায়রাওয়ানী রহ. রসূল স.-এর তারাবীহ'র এবং রসূল স.-এর পরে সালফে ছালেহীনের তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করা শুরু করলেন। তিনি বলেন, সালফে ছালেহীন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের যুগে তাঁর নির্দেশে ২০ রাকাত আদায় করতেন। যেমনটি পূর্বে চলে গেছে। আর এটা ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর মনোনীত মত। এর উপরই বর্তমান যুগে সকল শহরে আমল বিদ্যমান রয়েছে। (আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, অধ্যায়ঃ রমযানে তারাবীহ'র নামাযের বিধান)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা শিহাবুদ্দীন আযহারী রহ. সালফে ছালেহীনের ধারাবাহিক আমলে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা যা পেশ করলেন তা হলো ২০। সাথে সাথে তিনি তাঁর যুগের অবস্থা বর্ণনা করলেন যে, ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর মনোনীত মত হওয়ার পাশাপাশি সকল শহরে বর্তমান আমলও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

## ত্রয়োদশ শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যু-১২৫২হিঃ)-এর মন্তব্য:**

(قَوْلُهُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا. (ذكره ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) فى كتابه رد المحتار على الدر المختار فى مَبْحَث صَلَاة التَّرَاوِيحِ)

অনুবাদ : আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. প্রথমে দুররে মুখতারের কথা বর্ণনা করে বলেন, তারাবীহ ২০ রাকাত। অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা গনমানুষের মত এবং পূর্ব-পশ্চিম সকল অঞ্চলের মানুষ ওই আমলের উপরই রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার, আলোচনা: তারাবীহ'র নামায)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা যা পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। সাথে সাথে তিনি তাঁর যুগের অবস্থা বর্ণনা করলেন যে, পূর্ব-পশ্চিমে সকল মানুষ ওই আমলের উপরই রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

## চতুর্দশ শতাব্দীর তারাবীহ :

**এ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ. (মৃত্যু-১৩৫৩হিঃ)- এর মন্তব্য:**

وليعلم أن التراويح في عهد عمر تروى بخمس صفات أربعة منها ثابتة بالأسانيد القوية منها أنه صلى إحدى عشرة ركعة ومنها أنه صلى ثلاث عشرة ركعة ومنها إحدى وعشرين ركعة ومنها ثلاث وعشرون ركعة وأما إحدى وأربعون ركعة فسيجيء الكلام فيه وأما الأولى والثانية والرابعة فمذكورة في موطأ مالك واستقر الأمر على عشرين ركعة (ذكره أنوار شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي المتوفى: ١٣٥٣هـ فى كتابه: العرف الشذي شرح سنن الترمذي فى باب ما جاء في قيام شهر رمضان)

অনুবাদ : হযরত আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ. বলেন, জেনে রাখা উচিত যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে তারাবীহ'র নামাযের পাঁচটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে চার প্রকার মজবুত সনদ দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো-১১ রাকাত, ১৩ রাকাত, ২১ রাকাত এবং ২৩ রাকাত। আর ৪১ রাকাতের উপর আলোচনা সামনে আসছে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ প্রকার মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমল স্থির হয়েছে ২০ রাকাত তারাবীহ'র উপর। (আরফুশ শাযী, অধ্যায়: কিয়ামু শাহরি রমাযান)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ.-এর আলোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেলো যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা বিভিন্ন থাকলেও আমল স্থির হয়েছে ২০ রাকাতের উপর। ২০ রাকাতের বাইরে ভিন্ন কোন আমল স্থির হওয়ার কথা তিনি বলেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

ফায়দা : সর্বশেষে আমাদের এ যুগ তথা পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রও এই যে, বিশেষ কিছু মসজিদ বা নামাযের স্থানে পরিবর্তীত ধ্যান-ধারণার কিছু মানুষ ব্যতীত সারা বিশ্বে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই গনমানুষের আমল হিসেবে চিহ্নিত। অতএব, সাহাবায়ে কিরামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে আজ ১৪শ বছর যাবত যে আমল উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। যার সনদও মজবুত। সে আমল ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র সহীহ সনদের দোহাই দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে আমলের কোন নজীর নেই এমন নজীরবিহীন কাজ অর্থাৎ ৮ রাকাত তারাবীহ-এর দিকে মানুষকে ডাকা উম্মতের মধ্যে নতুন করে বিভ্রান্তি ও ফিতনা ছড়ানো ব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না।

# রাকায়াত সংখ্যা নিয়ে বৈপরিত্যের সমাধান

রসূল স.-এর রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা কত ছিলো সে ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফ ১০৭৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বিতিরসহ ৭ রাকাত, ৯ রাকাত এবং ১১ রাকাত অর্থাৎ বিতির ব্যতীত ৪, ৬ ও ৮ রাকাত। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বুখারী শরীফ ১৮৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বিতির ব্যতীত ১২ রাকাত। অর্থাৎ এর সাথে এক রাকাত বিতির যোগ হলে মোট নামায হবে ১৩ রাকাত। আর তিন রাকাত বিতির যোগ হলে মোট হবে ১৫ রাকাত। হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে, রমযান এবং রমযানের বাইরে রসূল স.-এর এ আমল অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল একই রকম ছিলো। সাথে সাথে তা ছিল রসূল স.-এর ব্যক্তিগত আমল। এ কারণে রসূল স. নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব দীর্ঘ্য কিরাতে তা আদায় করতেন। এমনকি দীর্ঘ্য দাঁড়ানোর কারণে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেতো। কিন্তু অন্যদেরকে সাথে নিয়ে যে কোন নামায জামাতে পড়ানোর ক্ষেত্রে মুসল্লীদের জন্য হালকা এবং সহনীয় করে পড়ানোই রসূল স.-এর নির্দেশ এবং আদর্শ। (মুসলিমঃ ৯২৮) সুতরাং রমযান এবং রমযানের বাইরের রসূল স.-এর ব্যক্তিগত আমল দ্বারা তারাবীহ'র জামাতের রাকাতের দলীল গ্রহণের চেষ্টা যথার্থ হবে না। বরং কোন খোদাভীরু হাফেজ-আলেম যদি কখনও তারাবীহ'র নামায একাকী পড়ে তাহলে তার জন্য যথাসাধ্য রসূল স.-এর রাকাতের সাথে মিল রেখে দীর্ঘ্য কিরাতে আদায়ের চেষ্টা করা উত্তম হবে। আর স্বাভাবিকভাবে জামাতের সাথে আদায় করলে সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণিত মুসলিম-৯২৮ নং হাদীসের অনুকরণে সর্বশ্রেণীর মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে কিরাত সংক্ষিপ্ত করে রাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উত্তম হবে।

রসূল স. যে তিন দিন তারাবীহ'র নামায জামাতে পড়িয়ে ছিলেন সে তিন দিনের রাকাত সংখ্যা কত ছিলো তা জানা গেলে হয়তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। কিন্তু উক্ত দিনগুলোর রাকাত সংখ্যার কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হযরত উমার রা. তারাবীহ'র যে জামাত কায়েম করে ছিলেন সহীহ সনদের বর্ণনা অনুযায়ী তা ২০ রাকাত বিশিষ্ট হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হতে পারে রসূল স.-এর জামাতে আদায়কৃত উক্ত তিন দিনের নামায ছিলো ২০ রাকাত করে। হযরত উমার রা. যার অনুসরণ করেছেন। অথবা জামাতের নামাযের ক্ষেত্রে মুসল্লীদের অবস্থার প্রতি সদয় হয়ে হালকা নামায পড়ানোর সুন্নত সামনে রেখে হযরত উমার রা. গবেষণা করে ২০ রাকাত নির্ধারণ করেছেন। আর সাহাবায়ে কিরাম সে গবেষণার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এটাও রসূল স.-এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। রাকাত এবং কিরাতের পরিমাণ ঠিক রাখা যেমন একটি সুন্নত। তেমনিভাবে যেখানে রসূল স.-এর নিজের আমলে রাকাতের বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে সেখানে মুসল্লীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কিরাত কমিয়ে রাকাত বৃদ্ধি করাও আরেকটি সুন্নত। বরং জামাতের নামাজে এই সুন্নতটিই অনুকরণীয়। আর ব্যক্তিগত নামাযে সাধ্য অনুসারে রাকাত এবং কিরাতের পরিমাণ ঠিক রাখা বেশী উত্তম। সুতরাং তারাবীহ'র জামাতে ২০ রাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ রসূল স. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত না থাকলেও বলতে হবে যে, হযরত উমার রা. রসূল স.-এর সুন্নতেরই অনুকরণ করেছেন। উপরুন্তু হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে জঈফ হলেও রসূল স. মসজিদে নববীতে জামাত সহকারে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন বলে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (ইবনে আবি শায়বা-৭৭৭৪) যার সমার্থনে রয়েছে হযরত উমার, উসমান ও আলী রা.সহ তাবিঈদের একটি বড় দলের আমল।

এর বিপরীতে একটি হাদীসে হযরত উমার রা. কর্তৃক কায়েমকৃত তারাবীহ'র জামাতের নামায ৮ রাকাত(বিতিরসহ ১১ রাকাত) বলেও উল্লেখ রয়েছে। অনেকে সেটাকে রসূল স.-এর আমলের অনুরূপ বলে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করলেও হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম মালেক রহ. নিজে সেটাকে দলীল হিবে গ্রহণ করেননি। উপরন্তু উক্ত প্রাধান্য দানের কারণের উপর মৌলিকভাবে আরও দু'টি আপত্তি রয়েছে।

এক. উক্ত বর্ণনার সনদের রাবীগণ যদিও নির্ভরযোগ্য কিন্তু হযরত উমরের তারাবী'র রাকাত সংখ্যা ২০ বলে যে সকল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার সনদ সহীহ হওয়ার পাশাপাশি সংখ্যায়ও অনেক বেশী। সাথে সাথে এক দল তাবিঈ থেকেও উক্ত আমলের অনুকরণের প্রমাণ রয়েছে। উপরন্তু রয়েছে উম্মতের চৌদ্দশ বছরের আমল। এ সব কিছুর বিপরীতে একটি সনদকে প্রাধান্য দেয়া হাদীসের নীতিমালার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুই. আবার ৮ রাকাত তারাবীহ'র ওই আমলটি রসূল স.-এর আমলের অনুরূপ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, রসূল স.-এর নামাযের অনুরূপ বলে বুঝানো হচ্ছে হযরতের রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল। আর তাঁর রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা (বিতিরসহ) এগারো রাকাত নির্ধারিত নয়। বরং হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফ ১০৭৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ৭ রাকাত, ৯ রাকত এবং ১১ রাকাত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বুখারী শরীফ ১৮৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বিতির ব্যতীত ১২ রাকাত। এর সাথে তিন রাকাত বিতির যুক্ত হলে মোট হবে ১৫ রাকাত। হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, রমযান এবং রমযানের বাইরে রসূল স.-এর আমল একই রকম ছিলো। কিন্তু শুধু সহীহ হাদীসই নয়, বরং বুখারীর হাদীসে যেখানে রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সংক্রান্ত চারটি বর্ণনা রয়েছে। তার মধ্যে থেকে শুধু ৮ রাকাতের বর্ণনাকে রসূল স.-এর তারাবীহ'র নামাযের আমল বলে প্রচার করা বুখারী শরীফে বর্ণিত অন্যান্য সহীহ হাদীসকে অজ্ঞাত কারণে আড়াল করা বা অস্বীকার করা হবে। উপরোক্ত হাদীসগুলোসহ আরও যে সকল সহীহ হাদীসের কথা বলে উম্মতকে ৮ রাকাত তারাবীহ'র দিকে ডাকা হচ্ছে উক্ত সহীহ হাদীসগুলো উম্মতের মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁরা বারবার ওই সকল সনদের প্রতি লক্ষ্য করে বেশ কিছু সুন্দর মন্তব্য করেছেন।

তম্মধ্যে ইমাম বায়হাকী রহ.-এর মন্তব্যটি অধিকতর প্রণিধানযোগ্য। ইমাম বায়হাকী রহ. (মৃত্যু-৪৫৮হিঃ) বলেন,

وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشرَةَ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ (ذكره أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المتوفى: ٤٥٨هـ فى كتابه: السنن الكبرى فى بَاب مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

অনুবাদ : ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন সম্ভব যে, তাঁরা প্রথমে ১১ রাকাত পড়েছেন। পরে ২০ রাকাত পড়েছেন। আর বিতির পড়েছেন ৩ রাকাত।

সারসংক্ষেপ : ইমাম বায়হাকী রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা. তারাবীহ'র নামাযের যে জামাত কায়েম করেছিলেন তা প্রথমে ১১ রাকাত বিশিষ্ট থাকলেও পরবর্তীতে তিনি সেটা ছেড়ে দিয়ে ২০ রাকাতের আমল গ্রহণ করেছিলেন। যা উম্মতের মধ্যে আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

এ সব কিছু থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে যদি রসূল স.-এর রাতের নামায দিয়েই তারাবীহ'র দলীল দিতে হয়, তাহলে বলে ফেলুন! তারাবীহ'র নামায ৪ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত যে কোন সংখ্যায় পড়া যায়। অন্যথায় হযরত উমার রা.-এর ২০ রাকাতের ওই আমল দ্বারা দলীল গ্রহণ করুন; যার সনদ সহীহ, সংখ্যায় বেশী এবং তা এক দল তাবেঈ ও উম্মতের চৌদ্দশ বছরের ধারাবাহিক আমল। সাথে সাথে এর অনুকুলে রয়েছে হযরত ইবনে আব্বস রা. থেকে বর্ণিত রসূল স.-এর জামাতে আদায়কৃত তারাবীহ'র নামাযের রাকাত সংখ্যার সমর্থনও। যদিও হাদীসটি জঈফ; তবে উম্মতে মুহাম্মাদী ব্যাপকভাবে উক্ত আমলটি গ্রহণ করেছে। আর এটা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি বড় প্রমাণ।

কেউ কেউ আবার ২০ রাকাত তারাবীহ পড়াকে হযরত উমার রা.-এর সুন্নত বলে স্বীকার করে প্রশ্ন তোলে যে, রসূল স.-এর সুন্নাত থাকতে আমরা উমরের সুন্নাত কেন গ্রহণ করবো? তাঁরা রসূল স.-এর সুন্নাত বলে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত বিতিরসহ ১১ রাকাতের হাদীসকে বুঝাতে চায়। পূর্বেই এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ১১ রাকাত রসূল স.-এর রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল এবং সারা বছরের ব্যক্তিগত আমল। আর তাও শুধু ১১রাকাতে সিমাবদ্ধ নয় বরং বিতিরসহ ৭, ৯, ১১, এবং বিতির ব্যতীত ১২ রাকাতের কথাও বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সবগুলো বর্ণনাকে বাদ দিয়ে কেবল একটিকে রসূল স.-এর সুন্নাত হিসেবে প্রচার করা এবং সারা বছরের ব্যক্তিগত আমল অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল দ্বারা তারাবীহ'র জামাতের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণের দলীল দেয়া কোনক্রমেই ইনসাফের দাবী হতে পারে না।

অতএব, রসূল স.-এর আমল, সাহাবায়ে কিরামের আমল, তাবিঈদের আমল, সনদের বিশুদ্ধতা, বর্ণনার আধিক্য এবং উম্মতের চৌদ্দশ বছরের আমলসহ সব ধরেণের সহীহ হাদীসের সমন্বিত আমল হিসেবে ২০ রাকাত তারাবীহকেই আমরা আমলের জন্য গ্রহণ করেছি।

সাহাবায়ে কেরামের সেই সোনালী যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন যুগে কেউই ৮ রাকাত তারাবীহ পড়ার উদাহরণ সৃষ্টি করেনি। চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত চলে আসা ২০ রাকাত তারাবীহ'র অবিচ্ছিন্ন ধারায় ফাটল ধরিয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ'র ধারণা প্রচার করে সর্বপ্রথম পুস্তিকা রচনা করেন 'শায়খ নাসীব রেফয়ী'। তৎকালীন আরব বিশ্বের উলামায়ে কিরাম তার উক্ত নবসৃষ্ট মতাদর্শ কলমযুদ্ধের মাধ্যমে জোরালোভাবে খন্ডনও করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য হলো শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী মরহুম তখনকার হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরামের অনুসরণ না করে উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী 'শায়খ নাসীব রেফয়ী'র পক্ষ সমার্থন করেছেন। এমনকি ১৩৭৭ হিজরী সনে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি বই রচনা করে শায়খ রেফায়ী'র মতাদর্শকে প্রাধান্য দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকার শিক্ষাসচিব উপ মহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম এ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্চুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের খোলা দলীল। সাথে সাথে ইলমে উসূলে হাদীস ও যরাহ-তা'দীল বিষয়ে তার অপরিপক্কতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া ইলমে উসূলে ফিক্হের মধ্যে তার দৈন্যদশাও বইটিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; যা সত্যিই মর্মান্তিক। (সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা-৮পৃষ্ঠা)

- Website : www.ideabd.org
- Youtube chanel : www.youtube.com/ideatv2014
- Facebook page : www.facebook.com/2014idea
- Email : islamicdawahandedu@gmail.com

